চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তি স্নায়ুযুদ্ধ ভারতও নেমেছে চীনের বিরুদ্ধে

গোলাপ মুনীর

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি সে দেশে চীনের দুটি জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ টিকটক এবং উইচ্যাট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বৈরী সম্পর্কের অংশ হিসেবে এটি হচ্ছে ট্রাম্পের সর্বশেষ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ এমনটি নির্দেশ করছে– ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্রমবর্ধমান হারে ঠেলে দেয়া হচ্ছে রাজনৈতিক বাধার দেয়ালের আড়ালে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ সময় থেকে সীমিত করে রেখেছে এমন সব প্রযুক্তিসেবা, যা বিদেশি কোম্পানিগুলো দিতে পারত। চীন ব্লক করে রেখেছে গুগল ও ফেসবুকের মতো প্রধান প্রধান মার্কিন ইন্টারনেট সার্ভিসগুলো। এগুলো চীনে প্রবেশ করতে পারে না। সেই সাথে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক সংগঠন ও সক্রিয় গোষ্ঠীগুলোর হাজার হাজার ওয়েবসাইটও নিষিদ্ধ চীনে। এসব বিধিনিষেধ চীনের নিজস্ব বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এগুলোর বড় ধরনের সম্প্রসারণে। এমনকি অনেক চীনা কোম্পানি প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে চীনের বাইরেও। এখন যুক্তরাষ্ট্র ও এর অন্যান্য মিত্র দেশ তাদের নিজস্ব সীমারেখা টানছে চীনের বিরুদ্ধে।

হোয়াইট হাউজ থেকে জারি করা নির্বাহী আদেশ হচ্ছে ভাসা ভাসা ও অস্পষ্ট। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, মনে হচ্ছে অ্যাপল ও গুগলের অ্যাপ স্টোর থেকে টিকটক ও উইচ্যাট ব্যবহারে বাধার আদেশটি কার্যকর হবে ৪৫ দিন পর। কারণ, এই সময়ের মধ্যে এগুলো বিক্রি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোম্পানির কাছে। বলা হচ্ছে, মাইক্রোফট তা কিনতে পারে। তা না হলে যুক্তরাষ্ট্রে এসব অ্যাপ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে এগুলো ব্যবহার আরো জটিল করে তুলবে যুক্তরাষ্ট্রে। 'ইউসি বার্কেলি সেন্টার ফর লং টার্ম সাইবার সিকিউরিটি'র ফ্যাকাল্টি ডিরেক্টর স্টিভেন ওয়েবার বলেছেন, 'আসলে এটি হচ্ছে বড় ধরনের দ্রুত ছড়িয়ে পড়া যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার 'টেকনোলজি কোল্ডওয়ার'। আমাদের ভাষায় 'প্রযুক্তি স্নায়ুযুদ্ধ'।

ট্রাম্প প্রশাসন বরাবরই চীনের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতি। এর একটি বড় উদাহরণ হচ্ছে, বিশ্বের বৃহত্তম স্মার্টফোন ও নেটওয়ার্ক ইক্যুইপমেন্ট উৎপাদক চীনা কোম্পানি 'হুয়াই'। এটি হচ্ছে চীনের প্রথম গ্লোবাল টেক ব্র্যান্ড। ওয়াশিংটন হুয়াই টেকনোলজিকে যুক্তরাষ্ট্রের চিপ দেয়া ও অন্যান্য প্রযুক্তি দেয়া বন্ধ করে দেয়। এবং যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালায় তার মিত্র দেশগুলোকে হুয়াই থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। তা ছাড়া হুয়াইর ইক্যুইপমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের নেটওয়ার্কে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারি তহবিল ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয় নিরাপত্তার অজুহাত। ট্রাম্প প্রশাসন নির্বাহী আদেশ জারি করে বলেছে, কোনো ইউএস কোম্পানি চীনাদের কাছ থেকে কোনো ইক্যুইপমেন্ট কিনতে পারবে না।

এখন যুক্তরাষ্ট্র পিছু নিয়েছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় চীনা সার্ভিসগুলোর। এগুলোর বিরুদ্ধে অজুহাত তোলা হচ্ছে শুধু নিরাপত্তা বিষয়েই নয়, সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত ট্রাম্পের ক্ষোভের বিষয়টিও। ট্রাম্পের অভিযোগ, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চীন দায়ী। তার অভিযোগ, এই ভাইরাস সৃষ্টি করা হয় চীনের একটি গবেষণাগার থেকে। চীন অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, চীন অবস্থান নিয়েছে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিপক্ষে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে হোয়াইট হাউজ কর্তৃপক্ষ এমনটি না বললেও হোয়াইট হাউজ কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে এমনটি বলছেন।

'অ্যালায়েন্স ফর সিকিউরিং ডেমোক্র্যাসি'র ইমার্জিং টেকনোলজিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফেলো লিন্ডসে গোরমান বলেন, 'আমরা ক্রমেই প্রবেশ করতে যাচ্ছি একটি বাইফারকেটেড (দ্বিভাজিত) ইন্টারনেটের যুগে, যেখানে চীনা ইনফরমেশন কোম্পানিগুলোর জন্য আরো জটিল হয় পড়বে চীনের বাইরে সাফল্য অর্জনে।'

চীনের তথাকথিত গ্রেট ফায়ারওয়াল অনুমোদন দিয়েছে ই-কমার্স সাইট আলিবাবা, সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি বাইদু ও উইচ্যাটের মালিক টেনসেন্টকে, যেটি চীনে এর বেশিরভাগ অর্থ আয় করে

অনলাইন গেম ও এন্টারটেইনমেন্ট থেকে। ফেসবুক বলেছে, এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটি। এসব ব্যবহারকারী বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করেন। এসব অ্যাপের মধ্যে রয়েছে ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জার।

কিন্তু বাইটডেন্স কোম্পানির টিকটক এখন চীনের বাইরে চালানোর বিষয়টি বাধার মুখে পড়েছে। টিকটক বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১০ কোটি। এখন এটি হয়তো মাইক্রোসফটের কাছে বিক্রি করে দিতে হবে ৪৫ দিনের মধ্যে, নয়তো যুক্তরাষ্ট্রে তা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলেছে এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে। চীনের কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার এসব কোম্পানির ডাটায় প্রবেশ দাবি করতে পারে। টিকটক বলেছে, এটি ব্যবহারকারীর ডাটা চীনা সরকারের সাথে শেয়ার করে না। তা ছাড়া টিকটক চীন সরকারের অনুরোধে কোনো কনটেন্ট সেন্সর করে না। টিকটক আরো বলছে, এরা এটি নিশ্চিত করবে যে, এর ব্যবহার হবে ফ্রেন্ডলি।

মাইক পম্পেও চান চীনা প্রভাবমুক্ত ক্লিন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক

উইচ্যাট জানিয়েছে, এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। মোবাইল রিসার্চ প্রতিষ্ঠান 'সেন্সর টাওয়ার'-এর অনুমিত হিসাব অনুযায়ী ১ কোটি ৯০ লাখ আমেরিকান এই অ্যাপ ডাউনলোড করেন। যেসব ছাত্র ও চীনা অনাবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন তাদের স্বদেশের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগের জন্য এই অবকাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে যারা যুক্তরাষ্ট্রে থেকে চীনের সাথে ব্যবসায় করেন তাদের জন্যও এটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের ভেতরে উইচ্যাট সেন্সর করা হয় কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া কনটেন্ট রেসট্রিকশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। টরন্টোর 'সিটিজেন ল্যাব' নামের ইন্টারনেট ওয়াচডগ গ্রুপ বলেছে, উইচ্যাট বিদেশে শেয়ার করা ফাইল মনিটর করে চীনের সেন্সরশিপকে সহায়তা করতে। লিন্ডসে গোরমান বলেন, 'উইচ্যাটের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের একটি নিষেধাজ্ঞা নির্ভর করে মানবিক পর্যায়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মতদ্বৈততার ওপর। আর এটি কার্যকর করা হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চীনা জনগোষ্ঠীর যোগাযোগের ডিফেক্টো চ্যানেল সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে।'

টেনসেন্ট হিট ভিডিও গেমস 'লিগ অব লেজেন্ডস'-এর প্রকাশক 'রায়ট গেমস'-এরও মালিক। এর বড় ধরনের শেয়ার রয়েছে 'এপিক গেমস'-এ। এই 'এপিক গেমস' নামের কোম্পানি রয়েছে ভিডিও গেম ফেনোমেনন 'ফর্টনাইট'-এর পেছনেও। এর স্ট্রিমিং ডিল রয়েছে এনবিএ'র সাথেও। এটি এখনো স্পষ্ট নয় ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ কী ফল বহন করে আনবে। উইচ্যাট ও টিকটক ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাবইবা পড়বে কতটুকু। টেনসেন্টের অন্যান্য অপারেশনও রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। কিংবা এটুকুও স্পষ্ট নয়, ট্রাম্প যা করতে চাইছেন, তার জন্য তার হাতে কোনো বৈধ আইনি কর্তৃত্ব রয়েছে কি না? চীনা প্রযুক্তি কোম্পানির বিরুদ্ধে আরো পদক্ষেপ আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ থেকে– এমনটি মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক।

বেইজিংয়ের 'সেন্টার ফর চীনা অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন'-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অ্যান্ডি মক বলেছেন, আমার মনে হচ্ছে চীনা পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগবিরোধী আরো পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আগস্টের প্রথম সপ্তাহে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, তারা চান 'ক্লিন' ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক, যা মুক্ত থাকবে চীনা প্রভাব থেকে।

আমেরিকান ব্যবহারকারীদের ডাটা ও ব্যবসায়ের কৌশল সম্পর্কিত উদ্বেগ দীর্ঘদিনের। চীনা সুপরিচিত ইকোনমিক এসপায়োনেজের জন্য। এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ হচ্ছে, চীন সমর্থিত হ্যাকারেরা হ্যাক করছে ইউএস ফেডারেল ডাটাবেজ ও ক্রেডিট এজেন্সি 'ইকুইফেক্স'।

এরই মধ্যে অন্যান্য দেশও চীনা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। ভারত এরই মধ্যে গোপনীয়তা বিনষ্টের অজুহাত দেখিয়ে ব্লক করে দিয়েছে বেশ কিছু চীনা সার্ভিস। দুই দেশের সীমান্ত বিরোধের এই সময়ে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটিও এখানে এসেছে। যুক্তরাজ্য হুয়াওয়ের নতুন দ্রুতগতির মোবাইল ফোন সম্পর্কিত এর পরিকল্পনা পাল্টে দিয়েছে। যুক্তরাজ্য বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাজ্যের জন্য অসম্ভব করে তুলেছে চীনা কোম্পানির ইক্যুইপমেন্ট দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বস্টন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ল'র ভিজিটিং প্রফেসর টিফানি লি বলেছেন, 'আপনি অবাক হতে শুরু করবেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে গ্লোবালাইজেশনের নামে অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা দেখে। তখন প্রতিটি দেশের আলাদা আলাদা নেটওয়ার্ক থাকবে, থাকবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতর প্রযুক্তি অর্থনীতি এবং সামাজিক যোগাযোগের আলাদা তথ্যে প্রবেশ-ব্যবস্থা।'

ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ পলিটিক্যাল ম্যানিপুলেশনের। কিন্তু বেইজিং উল্লেখ করেনি চীন তা কী করে মোকাবেলা করবে। অভিযোগ আছে– এখন পর্যন্ত চীন চীনের ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমকে পুরোপুরি ব্যবহার করে আসছে ট্রাম্পের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। বেইজিংয়ের বীমাব্যক্তিত্ব সান ফেনিন বলেন, 'আমি আর কোনো আমেরিকান পণ্য ব্যবহার করতে চাই না। আমি সমর্থন করি বিকল্প দেশি পণ্য।'

ভারত নিষিদ্ধ করেছে ৫৯ চীনা অ্যাপ

ভারত সরকার গত মাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৫৯টি চীনা মোবাইল অ্যাপ। এই নিষিদ্ধ অ্যাপের তালিকায় রয়েছে সেরা সামাজিক গণমাধ্যম প্ল্যাটফরম টিকটক, উইচ্যাট ও হেলো। ভারত বলেছে, এসব অ্যাপ ভারতের 'সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা'র জন্য হুমকি। নিষিদ্ধ করা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চীনা অ্যাপের মধ্যে রয়েছে শেয়ারইট, ইউসি ব্রাউজার ও শপিং অ্যাপ 'ক্লাবফ্যাক্টরি'। চীন-ভারত সীমান্তে সাম্প্রতিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সীমান্ত উত্তেজনা চলার মধ্যে ভারত এসব চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভারত দাবি করে, এসব চীনা অ্যাপ এমন নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, সংহতি ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য ক্ষতিকর। এই নিষিদ্ধকরণ কার্যকর করা হয়েছে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯ক ধারা ও আরো কিছু সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে। ভারত সরকার আরো অভিযোগ তুলেছে, এসব অ্যাপের সাহায্যে ভারতীয় ব্যবহারকারীদের ডাটা বিদেশে পাঠানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই।

ভারতের এই পদক্ষেপ বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে চীনের 'ডিজিটাল সিল্ক রুট' পরিকল্পনার ওপর। কমতে পারে এসব কোম্পানির ভ্যালুয়েশন। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের এই পদক্ষেপের পর আরো অনেক দেশ এ ধরনের চীনবিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র চাইবে তার মিত্র দেশগুলোও চীনবিরোধী পদক্ষেপ যেন নেয়। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সে আহ্বান মিত্র দেশগুলোর প্রতিও জানিয়ে দিয়েছে।

ভারতের ইলেকট্রনিকস ও আইটি মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে– বিভিন্ন সূত্র থেকে এই মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে কিছু মোবাইল অ্যাপের অপব্যবহারের অভিযোগও এসেছে। ব্যবহারকারীর ডাটা চুরি এবং অনুমোদন ছাড়াই দেশের বাইরে অবৈধভাবে তা পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে। এই নিষিদ্ধকরণের প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন রয়েছে।

টিকটক ও হেলো'র মালিক কোম্পানি বাইটড্যান্স, ইউসি ব্রাউজারের মালিক আলিবাবার মুখপাত্ররা বলেছেন, তারা এই নিষিদ্ধ

ভারতের নিষিদ্ধ ৫৯ চীনা অ্যাপের তালিকা

01. TikTok
02. Shareit
03. Kwai
04. UC Browser
05. Baidu map
06. Shein
07. Clash of Kings
08. DU battery saver
09. Helo
10. Likee
11. YouCam makeup
12. Mi Community
13. CM Browers
14. Virus Cleaner
15. APUS Browser
16. ROMWE
17. Club Factory
18. Newsdog
19. Beutry Plus
20. WeChat
21. UC News
22. QQ Mail
23. Weibo
24. Xender
25. QQ Music
26. QQ Newsfeed
27. Bigo Live
28. SelfieCity
29. Mail Master
30. Parallel Space
31. Mi Video Call – Xiaomi
32. WeSync
33. ES File Explorer
34. Viva Video – QU Video Inc
35. Meitu
36. Vigo Video
37. New Video Status
38. DU Recorder
39. Vault- Hide
40. Cache Cleaner DU App studio
41. DU Cleaner
42. DU Browser
43. Hago Play With New Friends
44. Cam Scanner
45. Clean Master – Cheetah Mobile
46. Wonder Camera
47. Photo Wonder
48. QQ Player
49. We Meet
50. Sweet Selfie
51. Baidu Translate
52. Vmate
53. QQ International
54. QQ Security Center
55. QQ Launcher
56. U Video
57. V fly Status Video
58. Mobile Legends
59. DU Privacy

করার ব্যাপারে এখনই কোনো মন্তব্য করবেন না। তবে ভারতের অনেক কোম্পানি সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে– টিকটকের প্রতিযোগী ভিডিও অ্যাপ রোপোসোর মালিক প্রযুক্তি কোম্পানি 'ইনমোবা' সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। ইনমোবা বলেছে, এর ফলে এই কোম্পানির বাজার সম্প্রসারিত হবে। ভারতীয় সোশ্যাল নেটওয়ার্ক শেয়ারচ্যাটও এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছে। টিকটকের আরেক প্রতিযোগী 'বলোইন্ডিয়া' মনে করে, এ উদ্যোগের ফলে কোম্পানিটি উপকৃত হবে। এমনিভাবে আরো ভারতীয় টেক কোম্পানি সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।

ইন্টারনেট কি বিভক্ত হচ্ছে?

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছেন তিনি চান 'ক্লিন' ইন্টারনেট। তার এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে– তিনি চান যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেটকে চীনের প্রভাব ও চীনা কোম্পানিগুলো থেকে মুক্ত রাখতে। কিন্তু সমালোচকদের বিশ্বাস, এটি হবে গ্লোবাল ইন্টারনেট বিভক্ত করার একটি আশঙ্কাজনক পদক্ষেপকে উৎসাহিত করা।

চীনের গ্রেট ফায়ারওয়াল হচ্ছে একটি জাতির চারপাশে দেয়াল গড়ে তোলার সর্বোত্তম উদাহরণ। আপনি চীনে গুগল সার্চ ও ফেসবুক খুঁজে পাবেন না। মানুষ যা আশা করেনি তা হলো, যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের নীতি অনুসরণ করবে। এরপরও সমালোচকদের বিশ্বাস– এটি হচ্ছে গত ৬ আগস্টে দেয়া মাইক পম্পেওর বিবৃতির অনুসিদ্ধান্ত।

মাইক পম্পেও বলেন, 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অ্যাপগুলো হুমকির মুখে ফেলেছে আমাদের গোপনীয়তা, দ্রুত বংশবিস্তার ঘটাচ্ছে ভাইরাসের, ছড়িয়ে দিচ্ছে অপপ্রচার ও ভুল তথ্য।' পম্পেও বলেছেন, তিনি চান যুক্তরাষ্ট্রের মোবাইল অ্যাপ স্টোর থেকে 'আনট্রাস্টেড' অ্যাপগুলো সরিয়ে ফেলতে। এমনি অবস্থায় সবার আগে যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা হচ্ছে : মাইক পম্পেও চীনের কোন অ্যাপগুলোকে 'ট্রাস্ট' করেন, আর কোনগুলোকে মনে করেন 'আনট্রাস্টের'। আসলে পম্পেও বলছেন সব চীনা অ্যাপের কথা।

'ইউনিভার্সিটি অব সুরে'-ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ অ্যালান উডওয়ার্ড বলেছেন, 'ইট ইজ শকিং। এটি ইন্টারনেটের ভলকানায়ন, আর তা ঘটছে আমাদের চোখের সামনেই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার দীর্ঘদিন থেকেই অন্যান্য দেশের সমালোচনা করে আসছে ইন্টারনেটে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য। আর এখন আমরা দেখছি আমেরিকানেরা সেই একই কাজটি করছে।'

এটি হতে পারে কিছুটা অতিরঞ্জন। মাইক পম্পেওর ইউএস নেটওয়ার্ক থেকে চীনা কোম্পানি ক্লিন করার বিষয়টি কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের কথিত অনলাইন নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন। কিন্তু এটি সত্য, যদি মাইক পম্পেও এই পথ অবলম্বন করেন, তবে তা যুক্তরাষ্ট্রের দশকের পর দশক ধরে চলা সাইবার নীতি পাল্টে দেবে। যদি বিশ্বে অবাধ মতপ্রকাশের সংবিধানভিত্তিক ফ্রি ইন্টারনেটের ব্যাপারে একটি দেশও থেকে থাকে, তবে সেটি হচ্ছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নিয়েছে ভিন্নতর পদক্ষেপ, যদিও অংশত এর কারণ– এর পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত কিছু চীনা কোম্পানি নিয়ে যৌক্তিক নিরাপত্তা উদ্বেগ।

উইচ্যাট ওয়ার্নিং

ফেসবুকের সাবেক প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা অ্যালেক্স স্ট্যামাস একটি সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে বলেছেন, বহুল আলোচিত টিকটক হচ্ছে চীনা অ্যাপ ব্যবহার সম্পর্কিত আশঙ্কার অনেক বড় ও জটিল বিষয়ের সামান্য একটি ইঙ্গিত মাত্র। তিনি বলেছেন, টিকটক তার টপ টেনের তালিকায়ও নেই। অ্যালেক্স স্ট্যামাসের পরামর্শ হচ্ছে, এর চেয়ে বরং যে অ্যাপ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের আরো উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত সেটি হচ্ছে উইচ্যাট। তিনি বলেন, 'উইচ্যাট বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ম্যাসেজিং অ্যাপ। মানুষ কোম্পানি চালায় উইচ্যাট ব্যবহার করে, তাদের রয়েছে অবিশ্বাস্য ধরনের স্পর্শকাতর তথ্য।'

নীতি না হাবভাব?

অতএব প্রশ্ন আসে : এটি কি কোনো নীতি-অবস্থান না নিছক কোনো হাবভাব? এমনো হতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প নভেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ী হবেন না। তখন ডেমোক্র্যাটরা সম্ভবত চীনা প্রযুক্তির ব্যাপারে আরো নমনীয় নীতি-অবস্থান নিতে পারেন। কিন্তু যেমনটি দেখা যাচ্ছে, ইউএস ইন্টারনেটের ব্যাপারে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একে আরো বিভাজনের দিকে নিয়ে যাওয়া। সবচেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, তখন ইন্টারনেটকে অধিকতর দেখা যাবে চীনের ভিশন হিসেবে। শুধু টিকটকের কথাই ভাবুন। যদি মাইক্রোসফট টিকটকের যুক্তরাষ্ট্র শাখা কিনে নেয়, তখন আমরা পাব তিনটি টিকটক। একটি টিকটক হবে চীনে, যার নাম হবে Douyin, আরেকটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের এবং তৃতীয়টি হবে বাকি দুনিয়ার। ইন্টারনেটের এই ত্রিভাজিত রূপই কি আমরা দেখতে পাব অদূর ভবিষ্যতে?

অপরদিকে 'অ্যালায়েন্স ফর সিকিউরিং ডেমোক্র্যাসি'র ইমার্জিং টেকনোলজিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফেলো লিন্ডসে গোরমান বলেন, 'আমরা ক্রমেই প্রবেশ করতে যাচ্ছি একটি বাইফারকেটেড (দ্বিভাজিত) ইন্টারনেটের যুগে, যেখানে চীনা ইনফরমেশন কোম্পানিগুলোর জন্য আরো জটিল হয়ে পড়বে চীনের বাইরে সাফল্য অর্জনে।

এমনি পরিস্থিতিতে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে চীন-মার্কিন প্রযুক্তি স্নায়ুযুদ্ধের ফলে : ইন্টারনেট কি দ্বিভাজিত কিংবা ত্রিভাজিত হয়ে যাচ্ছে? কজ

ফিডব্যাক : golapmonir@yahoo.com